**কৃষক বন্ধু ফোন সেবা ৩৩৩১**

তিশা মণ্ডল

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযু্ক্তির যুগ। বিজ্ঞানের গৌরবময় ভূমিকার জন্য বিশ্ব সভ্যতা আজ উন্নতির শীর্ষে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছাড়া কোনো দেশ তার আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে না। উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে প্রতিটি ক্ষেত্রে ডিজিটাল টুলস ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। দেশ থেকে দারিদ্র্য ও সকল বৈষম্য দূর করে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারি কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা যা আজ দৃশ্যমান বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন ‘সোনার বাংলা’ গড়ার এক নতুন প্রত্যয়ের নাম ডিজিটাল বাংলাদেশ। প্রযুক্তিনির্ভর বৈশ্বিক উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে তথ্যপ্রযুক্তিভিক্তিক নতুন এক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতিহারে দিন বদলের সনদ, রূপকল্প : ২০২১ ঘোষণা করেন চৌদ্দ দলীয় জোট নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। এ ধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযু্ক্তির উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও লাগসই ব্যবহার। সরকারি বেসরকারি সেবাসমূহ দ্রুততার সাথে স্বল্প খরচে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোই ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রধান অভীষ্ট।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও উন্নয়নের সকল ধারায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সম্পৃক্ত করেছে সরকার। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স, ই-শিক্ষা, ই-বাণিজ্য ও ই-সেবা এই চারটিকে স্তম্ভ ধরে অগ্রাধিকার দিয়েছে বর্তমান সরকার। জনগণের দোরগোড়ায় সব ধরণের সরকারি-বেসরকারি ও বাণিজ্যিক তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেওয়ার একটি সমন্বিত উদ্যোগ হিসেবে ইতোমধ্যে ৬৪টি জেলায় ৪৫৫৫টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৩২৫টি পৌরসভা এবং ৮টি সিটি কর্পোরেশনে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এসব ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, আইনি সেবা, জন্ম নিবন্ধন, মৃত্যু নিবন্ধন, নাগরিক সনদ, জমির পর্চা, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধসহ প্রায় ১৫০ ধরনের সরকারি বেসরকারি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থাপিত ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের (ইউডিসি) মাধ্যমে পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত তথ্যের অভিগম্যতার সুবাদে প্রান্তিক কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর হচ্ছে, যা অন্তর্ভুক্তিমুলক প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

 সরকারের এসব উদ্যোগ শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘ সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড, ICT Sustainable Development Award, Global ICT Excellence Award, আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-২০১৬, Global Mobile Gov Award-2017 অর্জিত হয়েছে। সকল তথ্য ও সেবা এক ঠিকানায় এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সকল দপ্তরের সহযোগিতায় Access to Information (a2i) জাতীয় তথ্য বাতায়ন বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি এ ওয়েব পোর্টাল জাতীয় তথ্য বাতায়ন (www.bangladesh.gov.bd) তথ্য ও সেবার ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রাখায় ২০১৫ সালে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা আইটিইউ (ITU) এর WSIS Award লাভ করেছে। ৮৫০০টি ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টারে রুপান্তরের জন্য ডাক বিভাগকে দ্য ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স (WITSA) মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে। ৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জাপানের টোকিওতে আয়োজিত ASOCIO Digital Summit-2018 অনুষ্ঠানে Digital Government Award ক্যাটাগরীতে “ইনফো-সরকার” প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়।

 অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক যে কোনো খাতের ইতিবাচক এবং টেকসই পরিবর্তনকে উন্নয়ন বলে অভিহিত করা যায়। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রচেষ্টায় সরকারের নানামুখী সেবা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কৃষি বাতায়ন ও কৃষক বন্ধু ফোন সেবার সংযোজন করা হয়েছে। দেশব্যাপী কৃষকের দোরগোড়ায় দ্রুত ও আরও সহজে কার্যকরী ই-কৃষি সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি বাতায়ন এবং কৃষক বন্ধু ফোন সেবার মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও সেবা সহজলভ্য করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সালে কৃষি বাতায়ন ও কৃষক বন্ধু ফোন সেবা সারাদেশে ৬৪টি জেলার ৫৬০টি উপজেলাতে একযোগে উদ্বোধন করেন।

-২-

এ বাতায়নে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ১৮ হাজার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার তথ্য, ৫০৪টি উপজেলার বৈচিত্র্যময় কৃষির তথ্য ও ১৪ হাজার কৃষি ব্লকের তথ্য এবং ৫০০০ কৃষক সংগঠনের তথ্য রয়েছে। কৃষিকাজে ব্যবহৃত প্রায় ৫০ ধরণের যন্ত্রপাতির তথ্য ও সেগুলি দেশের কোথায় ব্যবহৃত হয় তার তথ্য, ফসলভিত্তিক ১২০০টি বিভিন্ন কন্টেন্ট ও ৫০০টি ভিডিও কন্টেন্ট রয়েছে এ তথ্য বাতায়নে। সেই সাথে রয়েছে কৃষির ৭০০টি প্রদর্শনীর তথ্য। প্রতিমাসে গড়ে ৬০০০ কল সেবা দেওয়া হচ্ছে। ১৫ হাজার সম্প্রসারণ কর্মী দ্বারা প্রায় ৩ কোটি কৃষককে সহজে, দ্রুত ও কার্যকরভাবে চাহিদা ভিত্তিক সেবা দিতে উপজেলার সকল কৃষি তথ্যসমূহ বহুমাত্রিক উপায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কৃষি বাতায়নের মাধ্যমে কৃষক কোন ধরনের মাটিতে কি ফসল হবে, কিভাবে চাষাবাদ করতে হবে, উন্নত জাতের বীজের সন্ধান, ফসলকে কীট-পতঙ্গ ও বিভিন্ন রোগের হাত থেকে মুক্ত রেখে কিভাবে অধিক ফলন ফলানো যায় ইত্যাদি তথ্য জানতে পারছে। সে লক্ষ্যেই ডিজিটালাইজড কানেক্টটিভিটি কৃষি তথ্য বাতায়ন কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষক এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের মাঝে নিরবচ্ছিন্ন এবং নির্ভরযোগ্য কৃষি পরামর্শ বিনিময়ের উত্তম মাধ্যম কৃষক বন্ধু ফোনসেবা ৩৩৩১ । কৃষি বাতায়নের রেজিস্ট্রেশনকৃত যে কোনো কৃষক তার ফোন থেকে এই নম্বরে কল করে কৃষি বিষয়ক যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন। এইক্ষেত্রে কলটি প্রথমে তার ব্লকে কর্মরত উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তার মোবাইল ফোনে পৌঁছবে, দাপ্তরিক ব্যবস্তায় কল গ্রহণে অপারগতায় কলটি পরবর্তীতে একই কল এ কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার এর কাছে অগ্রগামী হবে, তার অপারগতায় কলটি উপজেলা কৃষি অফিসার এর নিকট প্রেরিত হবে। যে সকল ফোন সেবা গৃহীত হবে সেগুলি একটি অটোমেটিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সংরক্ষিত হবে এবং পরবর্তীতে কৃষি বাতায়ন এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হবে।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে কৃষি বাতায়ন ও কৃষক বন্ধু ফোনসেবা থেকে উপকারভোগী কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা যায় গতবছর বোরো ধানের জমিতে হঠাৎ করেই ব্লাস্ট রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। কৃষকরা তখন দিশেহারা হয়ে কৃষক বন্ধু ফোন সেবার ৩৩৩১-এ ফোন করেন। তাৎক্ষণিকভাবে কৃষি বাতায়ন থেকে ১৭ হাজার কৃষকের ফোনে এর সমাধান দিয়ে ক্ষুদে বার্তা (SMS) প্রদান করা হয়। আক্রান্ত জমির ৮ হাজার ৯৭০ জন কৃষক পরের দিনই তাদের জমিতে ওষুধ দেওয়া শুরু করে। এর ফলে তাদের বোরো ধান রক্ষা পায়।

কৃষিপ্রধান জনবহুল দেশ বাংলাদেশ। কৃষির উন্নয়ন অর্থনীতির উন্নয়ন, কৃষির সাফল্যই দেশের সাফল্য। এ লক্ষ্যে কৃষকদের একটি তথ্যবহুল ডিজিটাল মাধ্যম কৃষি বাতায়নে কার্যকরী কৃষি তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা আজ শুধু স্বপ্ন নয়, এ এক বাস্তবতা। দেশ আজ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে স্বল্পোন্নত (এলডিসি) দেশ থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার দ্বারপ্রান্তে। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার যে লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সরকার, সে লক্ষ্য অর্জনে কৃষিই হবে মূল চালিকা শক্তি। উন্নত বাংলাদেশের কৃষক হবে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সেবায় আরও উন্নত, উন্নত হবে তাঁদের জীবনযাত্রা এমন প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

#

০৫.০২.২০২০ পিআইডি ফিচার